দৈনিক সংবাদ

FEB. 03 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

বাংলা একাডেমীতেও অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ

শেষ পর্যন্ত কালো হাতের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ থেকে বাংলা একাডেমীও রেহাই পেলো না। সরকার বাংলা একাডেমীর মতো অরাজনৈতিক সংস্থা, যে সংস্থাটি দাঁড়িয়ে আছে আমাদের মাতৃভাষার অমর শহীদদের আত্মত্যাগের ওপর, জাতীয় মননের প্রতীক এই সংস্থার সভাপতির চেয়ারটিকে অপমান করলো। এর প্রতিবাদে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গতভাবেই পদত্যাগ করেছেন একাডেমীর সভাপতি সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. আনিসুজ্জামান। তার এই দৃঢ় ও সময়োচিত সিদ্ধান্তের জন্য আমরা তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। দেখেশুনে মনে হচ্ছে দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সংস্কৃতির অঙ্গনে বিভেদ ও সংঘাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিতভাবে সরকার মহান একুশের বইমেলাকে সামনে রেখে এটা করেছে।

সরকার যে বাংলা একাডেমীর দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য অনুযায়ী পালিত হয়ে আসা রীতিনীতি ভঙ্গ করেছে, সভাপতির চেয়ারকে অপমান করে বাংলা একাডেমী এবং ভাষা আন্দোলনের শহীদদের অপমান করেছে তাই নয়, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় একুশের অনুষ্ঠানমালাকে ছিনতাই করেছে। কাজেই প্রশ্ন উঠবে সরকার বাংলা একাডেমীকে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে চলতে দিতে চায় কিনা? প্রশ্ন উঠবে সরকার তার সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে, আমলাদের হুকুমদারিতে, ক্ষমতাসীন দলের দলীয়করণের ভিত্তিতে বাংলা একাডেমীকেও চালাতে চায় কিনা?

দুঃখজনক হলেও সত্যি সরকার বাংলা একাডেমীকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে চালাতে চায় না তারই ইঙ্গিত দিলো। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে, আমলাদের হুকুমদারিতে, ক্ষমতাসীন দলের দলীয়করণের ভিত্তিতেই চালাতে চায় এটা অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিলো একুশের বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একাডেমীর সভাপতিকে সভাপতিত্ব করতে না দিয়ে। শুধু তাই নয়, সরকার একাডেমীর প্রেসিডেন্টকে তাদের সিদ্ধান্তটুকু জানানোর সৌজন্যটুকুও দেখাতে পারলো না। এ লজ্জা আমরা রাখবো কোথায়। এই গ্লানি আমাদের সকলের। পতনের শুরুটা এভাবেই হয়। অন্তত ইতিহাস তাই বলে।